বাইবেলের গল্পকার

পাঠ নং চার (০৪) ঈশ্বর সবকিছু জানেন।

উদ্দেশ্য

এই যে শুনছেন, আপনার দিনটি শুভ হোক ! আমি বাইবেলের গল্পকার। একজন গল্পকার হল একজন বিশ্লেষক যিনি তার নিজের ভাষায় গুছিয়ে ঐতিহ্যগত পাঠ্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। আমি এখানে এসেছি, বাইবেল ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা বলতে।

পাঠ

এখানে আমরা আজ যে আলোচনায় আছি: এই পাঠে বাইবেল আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি সবকিছু জানেন। এখানকার ও সবজায়গার:

১ সমুয়েল ২:৩

"কারণ প্রভু একজন ঈশ্বর যিনি জানেন..."

গীতসংহিতা 147:5

"আমাদের প্রভু মহান, এবং শক্তিতে পরাক্রমশালী: তাঁর বোঝার সীমা নেই।"

গীতসংহিতা ১৩৯:১-২

“হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অন্বেষণ করেছ এবং আমাকে চেনিছ। তুমি আমার চিন্তা দূর থেকে বুঝতে পারেছ। আমার জিহ্বায় একটি শব্দ আসার আগে তুমি এটি পুরোপুরি জানো।"

মন্তব্য: এটি একটি খুব স্পষ্ট বিবৃতি যে ঈশ্বর আপনার এবং আমার সম্পর্কে কতটা জানেন।

প্রেরিত ১৫:৮

"এবং ঈশ্বর, যিনি [মানুষের] হৃদয় জানেন..."

১জন ৩:২০

"কারণ আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী করে, তবে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, এবং তিনি সব কিছু জানেন।" (KJV)

যিরিমিয় ৫১:১৫

“তিনি তাঁর শক্তিতে পৃথিবী তৈরি করেছেন; তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা জগৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর বুদ্ধির দ্বারা স্বর্গকে প্রসারিত করেছিলেন।”

মন্তব্য: এখানে ঈশ্বরের শক্তি, প্রজ্ঞা এবং বোধগম্যতা সম্পর্কে আরেকটি স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

এবং মনে রাখবেন, আমরা বাইবেল কি বলে তা অনুসন্ধান করছি। আপনি বা আমি প্রকাশিত বিষয়টির সাথে একমত কিনা সেটা কোন ব্যাপার না। আমাদের যা পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হল পাঠ্যটি আসলে কী প্রকাশ করে।

উল্লেখ সমস্ত বাইবেলের অধ্যায় ও পদ বাইবেলের নিউ ইন্টারন্যাশনাল সংস্করণ (NIV) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা

আমাদের পূর্বে আলোচিত পাঠগুলি স্পষ্টভাবে বলে যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব এবং মানুষের সম্পর্কে সবকিছু জানেন।

- ১ সমুয়েল এবং গীতসংহিতা ১৪৭ পুস্তকে, বাইবেল বলে যে আপনি এমন একটি বিষয়, একটি সত্য, একটি অনুমান বা একটি যুক্তি খুঁজে পাবেন না যা ঈশ্বর জানেন না।
- গীতসংহিতা ১৩৯ অধ্যায়ে দাবি করে যে ঈশ্বর মানুষকে জানেন। তিনি তাদের চিন্তা সম্পর্কে জানেন যেমন তারা ভাবেন। একজন ব্যক্তি কী বলতে যাচ্ছেন তা বলার আগেই তিনি জানেন।
- প্রেরিত পুস্তকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মানুষের হৃদয় জানেন৷ মনে রাখবেন, এটা সাহিত্য। "হৃদয়" একজন ব্যক্তির সত্তার কেন্দ্রের একটি সাহিত্যিক প্রতিশব্দ। এটি একজন ব্যক্তির গভীরতম আবেগ, আন্তরিক বিশ্বাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ১ যোহন এর আলোচনায় দাবি করে যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে "মহান"।

  যদি আপনার বিবেক আপনাকে বলে যে আপনি কিছু ভুল করেছেন, ঈশ্বর আপনার কর্ম এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবকিছু জানেন। তিনি আপনার চেয়ে আরও অধিক বিশাল এবং স্পষ্টতার সাথে কী ঘটেছে তা জানেন।

- অবশেষে, যিরমিয় পুস্তকের লেখক ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং বোঝার পরিধির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেই পৃথিবীর সৃষ্টি ব্যবহার করেছেন। এটা ম্যাটেসন নয় যে আপনি বিশ্বাস করেন যে একজন ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বা আপনি বিশ্বাস করেন যে কিছু বিবর্তন ছিল; কারণ, আমরা শুধুমাত্র বাইবেল ঈশ্বরকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। উপদেশক এর লেখক অধ্যায় ১:৫-৭ এ উল্লেখ করে পৃথিবীর পরিবেশগত ব্যবস্থার কথা বলেছেন:

  > "সূর্য ওঠে এবং সূর্য অস্ত যায়,
  >
  > এবং তাড়াহুড়ো করে যেখানে উঠে যায় সেখানে ফিরে যায়। বাতাস দক্ষিণে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর দিকে মোড় নেয়; বৃত্তাকার এবং বৃত্তাকার এটি যায়, কখনও তার কোর্সে ফিরে. সমস্ত স্রোত সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তবুও সমুদ্র কখনও পূর্ণ হয় না।" (NIV)

  মন্তব্য: সৃষ্টি বা বিবর্তন সম্পর্কে আপনি বা আমি কী বিশ্বাস করি তাতে কিছু যায় আসে না কারণ আমরা বাইবেল কীভাবে ঈশ্বরের জ্ঞানকে বর্ণনা করে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

- উপদেশক -এর আরেকটি পদ ১৯৬৪-৬৫ সালের গানের জন্য বাইর্ডসের গানের লিরিক্স তৈরি করেছে যা মূলত পিট সিগারের লেখা। গানের পালা! পালা! পালা! (একটি সময়ে সবকিছু) উপদেশক ৩:১-৪ থেকে ।

সারসংক্ষেপ

আমরা যদি প্রশ্ন করি, ধর্ম মানুষের জীবনে অগ্রগতিতে কী অবদান রেখেছে, আমরা নিম্নলিখিত সাধারণীকরণে আসতে পারি:

- বাইবেলের ধর্মের আগে, বহুঈশ্বরবাদ বিশ্বের চিন্তাধারার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বহুদেবতা মানুষের উন্নতির জন্য খুব বেশি কিছু করেনি, সম্ভবত বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর একজন ঈশ্বর করেছেন।
- প্রাচীন যাজকরা জ্যামিতির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন যা দরকারী কারণ তারা সবসময় একই থাকে। আপনি যদি জিনিসগুলি সঠিকভাবে সারিবদ্ধ করেন তবে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বছরে অন্তত একবার, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় একটি তারা থেকে আলো আসতে পারে এবং একটি স্ফটিককে আলোকিত করতে যথেষ্ট হতে পারে যা একজন ঈশ্বর ধারণ করেছিলেন। এটা ছিল কংগ্রেগনটস আউট বিশ্বাসীদের।
- আমরা যদি দেখি যে বাইবেলের ধর্মগুলো সভ্যতায় কী অবদান রেখেছে, তাহলে আমরা হয়তো ভিন্ন কিছু নিয়ে আসতে পারি:
    - উদাহরণ স্বরূপ, ইহুদি ধর্ম আইনের ধারণা এবং পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা ব্যবহৃত আইনি প্রক্রিয়ার বিকাশ করেছে বলে মনে হয়।
    - খ্রিস্টধর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণার জন্য মূল্যবান হয়ে ওঠে, কারণ যদি ঈশ্বর একটি যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সবকিছু তৈরি করেন। লোকেরা যুক্তি দিয়েছিল, কিছু জিনিস কীভাবে কাজ করে তা বের করতে আমরা কি বিজ্ঞান ব্যবহার করতে পারি না?
    - মধ্যযুগে ইসলাম গণিত ও বাণিজ্যের বিকাশ অব্যাহত রেখেছিল।

হ্যাঁ, বাইবেলের গল্পকার একমত যে মধ্যযুগীয় সময়েও, যেমনটি আজকের মত, আদর্শ, সর্বদা নতুন চিন্তাকে দমন করার চেষ্টা করে। তবুও, তা সত্ত্বেও, খ্রিস্টানরাই বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন যে ঈশ্বর মহা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাতে কিছু যায় আসে না। বাইবেলের সাহিত্য কীভাবে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পরিধিকে বর্ণনা করে তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এমনকি বাইবেলের লেখকেরা সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রমাণ হিসাবে বিশ্বের নিজের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর ইকোস্ফিয়ারের জটিলতাগুলিকে ব্যবহার করেছেন।

উপসংহার

বাইবেলের গল্পকার এই ভাবে কাজ করে. সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করা, কোন বিভ্রান্তি বা চালাকি নেই।

আপনার যেকোন প্রশ্ন বা মন্তব্য আমাদের এই ই-মেইল পাঠান BibleBardUS@gmail.com আপনার কাছ থেকে শুনতে পেলে আমারা খুশী হবো।

এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাইবেলের গল্পকারকে অনুসরণ করুন:Twitter: @BibleBard; Facebook: https://www.facebook.com/BibleBard; Instagram: https://www.instagram.com/biblebard/; SoundCloud: https://soundcloud.com/biblebard; iTunes: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:398402436/sounds.rss.